নিপোর্ট বার্তা

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর মুখপত্র

বর্ষ - ২৮ | সংখ্যা - ৩ | মার্চ - জুন, ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিপোর্ট কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১ উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান, পরিচালক (গবেষণা), জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সরকার, পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মো: মনিরুল হুদা, এনডিসি-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিপোর্ট এ গত ১৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে "বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১" উদ্‌যাপিত হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দিনের অন্যান্য কর্মসুচির মধ্যে ছিল নিপোর্ট এ স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শিশুদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটা ও দোয়া মাহফিল।

নিপোর্ট এর পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সরকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান এবং অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মো: মনিরুল হুদা, এনডিসি। এ অনুষ্ঠানে নিপোর্ট এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শনের মাধ্যমে দিনের কর্মসুচি আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করেন নিপোর্ট এর কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ জনাব নারায়ন কুমার রায়।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মো: শাহজাহান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), নিপোর্ট

উপদেষ্টা
জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সরকার, পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্ম সচিব, এবং
ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান, পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্ম সচিব, নিপোর্ট

সম্পাদক
ড. মো: মনিরুল হুদা, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও যুগ্ম সচিব, নিপোর্ট

সদস্য
শাহীন সুলতানা, মোহাম্মদ আহছানুল আলম, আব্দুল হামিদ মোড়ল, বিশ্বজিৎ বৈশ্য, দীপক চন্দ্র রায়, হিরো ধর, মোহাম্মদ সাফাত মোস্তফা, নুসরাত নওশীন এবং মো: নজমুস-সা-আদাত।

সম্পাদকীয়

উন্নত ও যুগোপযোগী গবেষণা ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবা প্রদানকারী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা এবং দেশের জনসংখ্যাকে সহনশীল পর্যায় রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে নিপোর্ট এর কার্যক্রমের গুরুত্ব অনুধাবণ করে ১৯৯৭ সালে এ প্রতিষ্ঠানের জনবলকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে নিপোর্ট রাজস্বখাতে দেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সিটিটিউট। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১৩টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), ০১ টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI), উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) এবং ৩১ টি ফিল্ড ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়-সহ বিদ্যমান এ অবকাঠামোর দ্বারা নিপোর্ট প্রতিবছর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ-সহ আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স ট্রেনিং এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের আরও অনেক গ্রুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। নিপোর্ট এর অন্যতম আর একটি কাজ কারিকুলাম প্রণয়ন করা। নিপোর্ট এর প্রশিক্ষণের মূল বৈশিষ্ট্য হলো-নিপোর্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সমন্বয়ে কারিকুলাম এবং কন্টেন্ট তৈরি করে এবং সে আলোকেই প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। নিপোর্ট সময়ের প্রয়োজনেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোভিড-১৯ মহামারির সময় নিপোর্ট কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রাথমিক পরিচর্যা বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন করে দেশের প্রয়োজনে এ মহামারি থেকে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষার করার উপায় এবং এ সময় মনোসামাজিক বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলে কোভিড মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। তাই দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয় বিষয় নিয়েও কারিকুলাম প্রস্তুত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য গবেষণা করা নিপোর্ট এর অন্যতম একটি কাজ। গবেষণালব্দ তথ্য সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। এসব গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-এর সূচক মূল্যায়নে, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি গবেষকদের কাছে নিপোর্ট এর গবেষণা কার্যক্রম অন্যরকম মাত্রা বহন করে। বিশেষ করে নিপোর্ট 4th HPNSP বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং নিপোর্ট এর কার্যক্রমের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সাথে জড়িত অন্যান্য অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আজিমপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

স্বাস্থ্য খাতের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর দর্শন

মো: শাহজাহান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), নিপোর্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের তালিকায় সংযোজন করে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে কর্মপন্থা ঠিক করেছিলেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জাতির পিতার স্বপ্নময় কর্মপরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা এদেশে পেয়েছি এক সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা ষাট জন কর্মক্ষম যাকে অর্থনীতিবিদগণ Demographic Dividend বলে থাকেন। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা বাংলাদেশ এ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর সুবিধা আগামী ২০৪০ খ্রি. পর্যন্ত পাবে। এ সুবিধাকে পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগাতে পারলে প্রতিবৎসর গড়ে ১% জিডিপি বেশী অর্জন করা সম্ভব হবে।

জাতির পিতা স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠনে সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে তাঁর স্বপ্ন এবং কর্ম সবই ছিল সাধারণ মানুষের মঙ্গলার্থে। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তাঁর নেয়া পদক্ষেপ আজ দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনায় পাথেয়। ১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর তিনি দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে নিহিত ছিল আগামী শতবর্ষে দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের স্বপ্নময় মহাকাব্য। পরিবার পরিকল্পনা খাতে আমাদের যে অগ্রগতি তার সূচনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে।

তিনি ১৯৭৫ সালে ২৬ শে মার্চ এক ভাষণে বলেছিলেন, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা আছে ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলায় কোনো জমি থাকবেনা হালচাষ করার জন্য-----সেজন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। ১৯৭৩-৭৮ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে অতিগুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছিল। ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ২.৮% যা বর্তমানে ১.৩৭%। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে ধারণ করেই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষিত সাফল্য অর্জন করেছে।

জাতির পিতার দূরদৃষ্টিতায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব প্রদানের ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ রূপকল্প অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা অমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। কবি সুকান্তের ভাষায়-

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

১৯৭২ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কমিশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'টাকা পয়সার কথা আপনারা ভাববেন না। দেশের জন্য যেটা ভালো মনে করবেন, তেমন শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করবেন। আমি ধার করে হোক, ভিক্ষা করে হোক, টাকা জোগাড় করব। অর্থের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষা যদি মানুষ না পায়, তাহলে তো সে স্বাধীনতার ফললাভ থেকেই বঞ্চিত হবে" (অনিসুজ্জামান, বিপুলা পৃথিবী, পৃ. ৪১)। জাতির পিতা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ সবধরনের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী সময়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৬ বছর যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ যথা ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান ও আফগানিস্তান থেকে অনেক বেশী। ১৯৭৫ সালে মোট প্রজনন হার ছিল ৬.৩ যা ২০১৭ সালে ২.০৪ এ হ্রাস পেয়েছে (SVRS 2020)। ২০০৪ সালে প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩২০ জন যা ২০১৭ তে ১৬৩ জনে নেমে এসেছে। একইভাবে ০৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২০০৬ সালে ৬৫ জন থেকে ২০২০ সালে ২৮ জনে নেমে এসেছে। আমরা সবাই জানি এ সাফল্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছেন। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাউথ-সাউথ পুরষ্কার অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যের জন্য গ্লোবাল হেলথ এন্ড চিলড্রেনস অ্যাওয়ার্ড, ভ্যাকসিন হিরো ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিত হন। এ সাফল্য ও অর্জনে গোটা জাতি সম্মানীত হয়েছে এবং বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের এ অর্জনে নিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) (আরটিসি) সমূহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের কর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিশেষত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) দের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিপোর্ট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করছে এবং তারাই গ্রামে-গঞ্জে মা ও শিশুদের নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সরকারের সঠিক কর্ম পরিকল্পনায় ও দিক নির্দেশনায় স্বাস্থ্য সেবার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে অমরা এক বলিষ্ঠ জাতি গঠনে সক্ষম হবো এবং আমরা দ্রুত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের কাতারে সামিল হবো।

জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও মূল্যায়নে নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের ভূমিকা

মোহাম্মদ আহছানুল আলম, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচির অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের তথ্য নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিপোর্ট নিয়মিতভাবে জাতীয় পর্যায়ের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) (৩-৪ বছর অন্তর অন্তর), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD) (যে বছর BDHS হয় না), বাংলাদেশ আরবান হেল্‌থ সার্ভে (BUHS) (৫ বছর অন্তর অন্তর), বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) (৩ বছর অন্তর অন্তর) এবং বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) (৫ বছর অন্তর অন্তর)-সহ জনসংখ্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/ সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। অতি সম্প্রতি নিপোর্ট জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ এডোলেসেন্ট হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং সার্ভে ২০১৯-২০২০ সম্পন্ন করে ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে, যা বাংলাদেশে প্রথম। এর মাধ্যমে দেশে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা, তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, মানসিক চাপ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও শেয়ার করা হয়।

নিপোর্ট প্রতিবছর ১-৩টি জাতীয় পর্যায়ের সার্ভে এবং ৮-১০টি গবেষণা পরিচালনা করে এর ফলাফল বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করে থাকে। পরিচালিতব্য সার্ভের বিষয়সমূহ অপারেশনাল প্ল্যানে পূর্বনির্ধারিত থাকে এবং পরিকল্পনাভিত্তিক নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে প্রতিবছরের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, পেশাজীবী, অংশীজন ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে কর্মশালার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্ট বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মূল্যায়ন করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু, মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের প্রদান করে থাকে।

নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা/সার্ভের মাধ্যমে প্রকাশিত সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির Annual Program Review (APR), Mid Term Review (MTR), Program Implementation Plan (PIP), Revised Program Implementation Plan (RPIP) প্রণয়ন, বিভিন্ন সূচকের টার্গেট নির্ধারণ, program strategy প্রণয়ন, চলমান কর্মসূচি মনিটরিং ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। SDG এর স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্ধারিত সূচকের হালনাগাদ তথ্যও নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা/সার্ভের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ের সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায়:

- জন উর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০১৭-১৮ সালে ২.৩ এ নেমে এসেছে।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০০৭ সালের ৫৫.৮% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৬১.৯% এ উন্নিত হয়েছে।
- আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার কারীর হার ২০০৭ সালের ৪৭.৫% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৫১.৯% এ উন্নিত হয়েছে।
- কম বয়সী মায়েদের (married adolescent) মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৩৭.৬% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৪৩.৭% এ উন্নিত হয়েছে।
- দক্ষ সেবা প্রদানকারীর সহায়তায় প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কম পক্ষে ১ বার) ২০০৭ সালের ৫৩.৪% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৮১.৯% এ উন্নিত হয়েছে।
- দক্ষ সেবা প্রদানকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০০৭ সালের ২০.৯% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৫২.৭% এ উন্নিত হয়েছে।
- প্রসব পরবর্তী মা এর সেবা গ্রহণকারীর হার ২০০৭ সালের ২০.১% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৫২.১% এ উন্নিত হয়েছে।
- খর্বকায় (stunted) শিশুদের হার ২০০৭ সালের ৪৩.২% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ৩০.৮% এ হ্রাস পেয়েছে।
- কৃষকায় (underweight) শিশুদের হার ২০০৭ সালের ৪১.০% থেকে ২০১৭-১৮ সালে ২১.৯% এ হ্রাস পেয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রম

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর ৩.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) ও এর আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৮ (আট) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২০২১ প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পুরস্কার হিসাবে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

ক্রম:	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মস্থল	বেতন গ্রেড
০১.	জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	৫ম
০২.	জনাব মো: ফরিদুল হক অধ্যক্ষ	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), রাজশাহী	৫ম
০৩.	জনাব গিয়াসউদ্দিন আহাম্মেদ অধ্যক্ষ	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), কুমিল্লা	৫ম
০৪.	জনাব ওমর ফারুক হোমইকোনোমিষ্ট ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) শেরপুর, বগুড়া	৯ম
০৫.	জনাব এস এম নঈম হোসেন গোপনীয় সহকারী	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১৪ তম
০৬.	জনাব মো: হারুন অর রশিদ অফিস সহকারী-কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC), ধামরাই, ঢাকা।	১৫ তম
০৭.	মিসেস রাহিমা বেগম অফিস সহায়ক	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), বরিশাল।	২০ তম
০৮.	মোসাম্মদ সালমা বেগম বাবুর্চী	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), রাংগামাটি।	২০ তম

উত্তম চর্চা (Best Practice) পুরস্কার প্রদান

উত্তম চর্চার (Best Practice) স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া (RPTI ক্যাটাগরিতে) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর, বগুড়াকে (RTC ক্যাটাগরিতে) পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার হিসাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ০১টি সার্টিফিকেট ও ০১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

২০২০-২০২১ সালে সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI)

২০২০-২০২১ সালে সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)

কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারিঃ বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও মোকাবেলা পরিকল্পনা

ডা: মুহাম্মাদ মুশতাক হোসেন, প্রাক্তন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে ২০২০ এর এপ্রিল-মে মাসে প্রস্তুতি ও মোকাবেলা পরিকল্পনা (বিপিআরপি) প্রস্তুত করা হয়। ২০২১ সালের জুলাই মাসে তা হালনাগাদ হয়েছে। এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এর উদ্দেশ্যসমূহ, মহামারির বিভিন্ন পর্যায়ভিত্তিক পরিকল্পনা, কাজের ক্ষেত্রসমূহ, অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ প্রভৃতি। এ বছর পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়েছে টিকা দান কর্মসূচি। পরিকল্পনাটির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেন ভাইরাসকে দ্রুত সনাক্ত করা যায়, মোকাবেলার ধরন নির্ণয় করা যায়, দক্ষতার সাথে স্বাস্থ্য হুমকি মোকাবেলা করা যায়। এ কাজগুলো যেন সমন্বিতভাবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সম্পন্ন করা যায় সে নির্দেশনা রয়েছে পরিকল্পনাটিতে। পরিকল্পনাটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যেন দেশের স্বাস্থ্য, স্বাভাবিকতা ও অর্থনীতির ওপরে অভিঘাত যথাসম্ভব কমানো যায়। একই সাথে ভাইরাস আক্রান্ত মানুষদেরকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে এটা একটা কাঠামো হিসেবে কাজ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্তম্ভসমূহ অনুসরণ করে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা অনুসরণ করে সরকার গত দেড় বছর ধরে কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারি ব্যবস্থাপনা করে আসছে।

স্তম্ভগুলো হলঃ **(এক) সমন্বয় ও নেতৃত্বঃ** মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ও কারিগরী পরামর্শক কমিটি; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি রয়েছে। বিশ্বমহামারি বাংলাদেশে গণসংক্রমণ পর্যায়ে প্রবেশ করার পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সরাসরি নেতৃত্ব প্রদান করছে এবং মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করছে।

(দুই) নজরদারি ও ল্যাবেরটরিঃ কোভিড-১৯ নজরদারি ব্যবস্থা পরিচালনা ও সনাক্তের জন্য আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরিগুলোর মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR)-এর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নজরদারি ব্যবস্থার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। আগে থেকেই চালু থাকা ইনফ্লুয়েঞ্জা নজরদারি ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে এ নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য রোগ প্রাদুর্ভাব, মহামারি ও বিশ্বমহামারি সনাক্ত, প্রতিরোধ ও মোকাবেলার জন্য নজরদারী ও দ্রুত সাড়াদানের জন্য সরকারীভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আইইডিসিআর।

(তিন) রোগী সংস্পর্শের ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ ও গণসংক্রমণ নিবারণঃ সংস্পর্শ সনাক্ত করার জন্য আইইডিসিআর ন্যাশনাল রেপিড রেসপন্স টিমের (RRT) মাধ্যমে, জেলাতে সিভিল সার্জন জেলা আরআরটি'র মাধ্যমে, উপজেলাতে ইউএইচএফপিও উপজেলা আরআরটি'র মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে। সংস্পর্শিত ব্যক্তিদের সঙ্গনিরোধ করে রাখার

(কোয়ারেন্টিন) কাজটি স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যৌথভাবে জনপ্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ করে থাকে।

(চার) আন্তর্জাতিক প্রবেশ পথ ও সঙ্গনিরোধ (কোয়ারেন্টিন)ঃ আকাশ, নৌ ও স্থল বন্দরসমূহে যাত্রী আগমন ও বিদেশগামীদের স্বাস্থ্য নজরদারির দায়িত্ব পালন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা।

(পাঁচ) সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণঃ হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, জনসমাজ, মৃতদেহ দাফনসহ প্রতিটি স্থানেই সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ছয়) কোভিড-১৯এর চিকিৎসা ও টেলিমেডিসিনঃ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের জন্য কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা কয়েকবার হালনাগাদ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আইইডিসিআর, এমআইএস, স্বাস্থ্য বাতায়ন হটলাইন চালু রেখে অবিরাম স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে।

(সাত) কোভিড-১৯ এর পাশাপাশি অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রদান অব্যাহত রাখাঃ বিশ্বমহামারির প্রথম দিকে ও সর্বোচ্চ সংক্রমণকালে অন্যান্য রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হলেও কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ক্রমান্বয়ে তা চালু করেছে।

(আট) সংগ্রহ, রসদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনাঃ মহামারিকালে ল্যাবরেটরি রসদ, পিপিই, আইসিইউ সরঞ্জাম, হাই ফ্লো অক্সিজেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের যোগান অব্যাহত রাখা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল ভান্ডার ও হাসপাতালগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য হালনাগাদ করে।

(নয়) জনগণকে ঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতন করে মহামারি নিয়ন্ত্রণে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে সক্রিয় করাঃ বিশ্বমহামারির শুরুর দিকে আইইডিসিআর প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংবাদ সম্মেলন করে দেশবাসীকে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতো। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে এবং বর্তমানে প্রতিদিন সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য প্রদান অব্যাহত আছে। মহামারি মোকাবেলায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ, সামাজিক সংগঠনসমূহ, বেসরকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে ও স্বেচ্ছাসেবক তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মহামারি মোকাবেলায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার কাজ অব্যাহত আছে। গণটিকাদান কর্মসূচিতেও জনসম্পৃক্ততার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

(দশ) গবেষণাঃ কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারি পরিস্থিতি অনুধাবন, রোগের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সবলতা ও ঘাটতি পর্যালোচনা, নতুন ঔষধ ও টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ (BMRC) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও মহামারি নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এককভাবে ও যৌথভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা পরিচালনা করছে এবং কয়েকটি গবেষণার অন্তর্বর্তী ফলাফল প্রকাশ করেছে।

(এগারো) কোভিড-১৯ এর গণটিকাদান কর্মসূচিঃ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর গণটিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মে-জুলাই সময়ে বিদেশ থেকে টিকা সরবরাহ না থাকায় টিকাদান গতি মন্থর হয়ে পড়লেও সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়াতে আগস্ট মাস থেকে আবার গতি লাভ করেছে। দেশেও টিকা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(বারো) কক্সবাজার ও ভাসানচরে অবস্থান করা মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) মাঝে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলাঃ জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে রোহিঙ্গাদের মাঝে কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। বিশ্বমহামারির শুরু থেকে রোহিঙ্গাদের মাঝে সংক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও দেশব্যাপী দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ বছরের আগস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের মাঝে ব্যাপক গণটিকাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত স্তম্ভগুলোর মধ্যে নজরদারি ও ল্যাবেরটরি, রোগী সংস্পর্শ ব্যক্তি সনাক্তকরণ ও গণসংক্রমণ নিবারণ, আন্তর্জাতিক প্রবেশ পথ ও সঙ্গনিরোধ - এ তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে বিশ্বমহামারি নিয়ন্ত্রণের রোগতাত্ত্বিক মোকাবেলার অন্তর্গত। এগুলোর সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমানো। এটা করার জন্য রোগতাত্ত্বিক অস্ত্রগুলো কাজে লাগানো, যেমনঃ রোগী সংস্পর্শ ব্যক্তি সনাক্তকরণ, নজরদারি, সঙ্গনিরোধ ও পৃথকীকরণ (আইসোলেশন)।

বিশ্বমহামারি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য সেবা দানের অন্তর্গত স্তম্ভগুলো হচ্ছে - সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা ও টেলিমেডিসিন, টিকা প্রদান, কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারী মোকাবেলার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা। এ তিনটি স্তম্ভের সার্বিক উদ্দেশ্য কোভিড-১৯ ও অন্য রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত ও নিশ্চিত করা।

ওপরে উল্লিখিত রোগতাত্ত্বিক মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যসেবা দানের কাজগুলোকে সহায়তা করে বাকী স্তম্ভগুলো - সমন্বয় ও নেতৃত্ব; সংগ্রহ, রসদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা; জনগণকে ঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতন করে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে সক্রিয় করা; গবেষণা। সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০২০ সালে সর্বমোট ৮১১,২০২,৬৮২ মার্কিন ডলারের হিসাব করা হয়।

পরিকল্পনাটি একটি জীবন্ত দলিল। সময়ে সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে সঙ্গতি রেখে দলিলটি হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত আছে। ইতিমধ্যে ২০২০ এর ডিসেম্বরে অত্র পরিকল্পনাটি কতটুকু কাজে লেগেছে তা মহামারী চলমান অবস্থাতেই পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার সুপরিশ ও বদলে যাওয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী এ বছর পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম

০১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-এর অনুমোদিত অপারেশন প্লান "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন" এর আওতায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) Utilization of Essential Service Delivery (UESD) সার্ভে পরিচালনা করেছে। সার্ভের প্রতিবেদন ও ফলাফল পর্যালোচনা কর্মশালা গত ২২.০৬.২০২১ খ্রি: সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় নিপোর্ট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান। কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ও নিপোর্ট এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষক, এনজিও এর প্রতিনিধি ও বাস্তবায়নকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম, পরিচালক (গবেষণা) ভারপ্রাপ্ত ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, নিপোর্ট সার্ভের উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মশালায় অবহিত করেন। তিনি সার্ভের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে ফলাফল পর্যায়ক্রমে কর্মশালায় উপস্থাপন করেন।

সার্ভের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রসব পূর্ব সেবা গ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দক্ষ সেবা প্রদানকারীর মধ্যে (ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস্) প্রসব সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে মায়েদের প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ৪ বা এর অধিক প্রসব পূর্ব সেবা গ্রহণের হার ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০১৭-১৮ সাল সময়ে ৯.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে ৪ বা এর অধিক সংখ্যক প্রসব পূর্ব সেবা গ্রহণের হারের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। গ্রামের চেয়ে শহর এলাকায় মায়েরা দক্ষ সেবা প্রদানকারীর সহায়তায় প্রসব সেবা বেশি গ্রহণ করেছেন। মায়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপস্থাপনা শেষে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত দেন। উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণার জন্য সঠিক ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি তার সুচিন্তিত মতামত দেন।

০২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP)-এর অনুমোদিত অপারেশন প্ল্যান "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন" (TRD) এর আওতায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) Comparative Analysis of Nutritional Status among Children in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণার প্রতিবেদন ও ফলাফল পর্যালোচনা কর্মশালা গত ২৪-০৬-২০২১ তারিখ বেলা ১২:১৫মি: এ নিপোর্ট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজাহান। কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ও নিপোর্ট এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষক, এনজিও এর প্রতিনিধি ও বাস্তবায়নকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। এরপর পরিচালক, গবেষণা (ভারপ্রাপ্ত) ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, নিপোর্ট গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি কর্মশালায় অবহিত করেন। পরবর্তীতে প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন, চেয়ারম্যান, পরিসংখ্যান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল কর্মশালায় উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করেন।

গবেষণার প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে ১০ মাসের কম বয়সী এবং ৪৮-৪৯ মাস বয়সের শিশুদের পুষ্টিমান ১২-৪৭ মাসের শিশুদের পুষ্টিমানের চেয়ে কম।শিশুদের অপুষ্টির মাত্রা শহর এলাকা থেকে গ্রামেই বেশি। গবেষণা থেকে আরও দেখা যায় যে মায়েদের শারীরিক অবস্থা এবং তাদের আচরণ শিশুদের পুষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় আরও দেখা যায় ছেলে শিশুদের ছেয়ে মেয়ে শিশুদের ওজন বয়সের তুলনায় কম এবং ঘন ঘন সন্তান প্রসব শিশুর অপুষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

উপস্থাপনা শেষে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত দেন। সভাপতি গবেষণার ফলাফল কর্মশালায় উপস্থাপন করার জন্য প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি তার সুচিন্তিত মতামত দেন, তিনি উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণার জন্য সঠিক ও গুনগত তথ্য সংগ্রহ এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে সভার মতামতসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বিষয়সমূহ সন্নিবেশ করলে প্রতিবেদনটি আরো সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই গবেষণার Research team অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন, চমৎকার একটি Report হয়েছে বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। গবেষণা সম্পর্কে মতামত দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

০৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP)-এর অনুমোদিত অপারেশন পান "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন" এর আওতায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) An Assessment of Current Status of PPFP Services in Bangladesh: Identify the Opportunities and Barriers শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণার প্রতিবেদন ও ফলাফল পর্যালোচনা কর্মশালা গত ২৪-০৬-২০২১ খ্রি: সকাল ১১.০০মি: এ নিপোর্ট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান। কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ও নিপোর্ট এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষক, এনজিও এর প্রতিনিধি ও বাস্তবায়নকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। এরপর জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম পরিচালক, (গবেষণা) ভারপ্রাপ্ত ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, নিপোর্ট গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মশালায় অবহিত করেন। তিনি গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল পর্যায়ক্রমে কর্মশালায় উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করেন।

দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রদানের জন্য Disbursement Link Indicator (DLI) এলাকায় এবং DLI বহির্ভূত কর্ম এলাকায় সেবা কেন্দ্র সমূহে সেবা প্রদানের সূচকের পার্থক্য খুবই কম। যে সকল সেবা কেন্দ্র সমূহ থেকে চচঋচ সেবা প্রদান করা হচ্ছে তার অধিকাংশ কেন্দ্রে মান সম্মত সেবা প্রদান, প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নির্দেশনা প্রশিক্ষিত জনবল, যন্ত্রপাতি এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।তবে কিছু কিছু কেন্দ্রে এর ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে সদ্য কর্মসূচিটি কার্যকর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে যার ফলে PPFP সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্য অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা নূন্যতম পর্যায়ে চলে এসেছে।

উপস্থাপনা শেষে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল অধ্যায় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত দেন। উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণার জন্য সঠিক ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি তার সুচিন্তিত মতামত দেন।

০৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP)-এর অনুমোদিত অপারেশন প্ল্যান "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন" (TRD) এর আওতায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) Comparative Analysis of Maternal Health Services in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণার প্রতিবেদন ও ফলাফল পর্যালোচনা কর্মশালা গত ২২-০৬-২০২১ খ্রি: সকাল ১২.৩০মি: এ নিপোর্ট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান। কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর,স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ও নিপোর্ট এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষক, এনজিও এর প্রতিনিধি ও বাস্তবায়নকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

Comparative Analysis of Maternal Health Services in Banglades গবেষণার প্রতিবেদন ও ফলাফল পর্যালোচনা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কর্মশালার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। এরপর পরিচালক (গবেষণা) এবং লাইন ডাইরেক্টর- (টিআরডি) জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সরকার গবেষণার গুরুত্ব এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। এরপর জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি কর্মশালায় অবহিত করেন। প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন, চেয়ারম্যান, পরিসংখ্যান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল কর্মশালায় উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করেন।

সার্ভের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় বাংলাদেশে কমপক্ষে একবার প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণের হার ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ৪ বার বা এর অধিক সংখ্যক প্রসবপূর্বক সেবা গ্রহণের হার বিগত তিন বছরে ১৪% কমেছে, যা ২০১৭-১৮ সালে ৪৭%, ২০২০ সালে ৩৩% হয়েছে। সম্ভবত কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালে দেশব্যাপী লকডাউনের প্রভাবে এটা হতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭% মা সেবা কেন্দ্রে সন্তান প্রসব করেন, তার মধ্যে ৪০% বেসরকারি হাসপাতাল/সেবাকেন্দ্রে, ৩% এনজিও হাসপাতাল সেবা কেন্দ্রে । সন্তান প্রসবের ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৫৫% মা এবং ৫৩% শিশু দক্ষ সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণ করেন।

উপস্থাপনা শেষে গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত দেন। সভাপতি গবেষণার ফলাফল কর্মশালায় উপস্থাপন করার জন্য প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত দেন, তিনি উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণার জন্য সঠিক ও গুনগত তথ্য সংগ্রহ এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা এবং দোয়া অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: আলী নূর এবং নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: আলী নূর এবং নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে কেক কাটছেন নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান।

পেনশন মঞ্জুরি, মার্চ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত

ক্রম	কর্মচারীদের নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবসরের তারিখ
১.	মো: মাহফুজুল হক কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আরপিটিআই রাংগামাটি	০১.০৩.২০২১
২.	মরহুমা মাজেদা বেগম আয়া	আরপিটিআই বরিশাল	০৯.০৩.২০২১
৩.	চম্পাবতী মিস্ত্রি হাউজ কিপার	আরপিটিআই ফরিদপুর	০৬.০৫.২০২১
৪.	মিসেস রেহানা পারভীন আয়া	আরপিটিআই রাংগামাটি	২৩.০৫.২০২১
৫.	মৃত আয়ুব আলী প্রাক্তন অফিস সহায়ক	আরপিটিআই রাংগামাটি	৩১.০৫.২০২১
৬.	মোছা: হাচিনা বেগম আয়া	আরপিটিআই কুষ্টিয়া	১৯.০৬.২০২১
৭.	মো: সালাহ উদ্দিন ক্যাশিয়ার	আরপিটিআই কুষ্টিয়া	২৮.০৬.২০২১
৮.	মোসাম্মদ শামছুন নাহার হাউজ কিপার	আরপিটিআই কুষ্টিয়া	
৯.	জনাব শাহানারা বেগম সহকারী প্রশিক্ষক	আরপিটিআই ধামরাই, ঢাকা	২৬.০১.২০২১
১০.	জনাব সত্যরঞ্জন হাজরা নিরাপত্তা প্রহরী	আরটিসি বেতাগী, বরগুনা	২৭.০১.২০২১
১১.	জনাব মো. জহুরুল হক অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আরটিসি পার্বতীপুর, দিনাজপুর	৩১.০১.২০২১
১২.	জনাব মালেকা পারভীন বানু আয়া	আরটিসিআই ধামরাই, ঢাকা	০৯.০২.২০২১
১৩.	জনাব মো: আব্দুল গফুর অফিস সহায়ক	আরপিটিআই নোয়াখালী	০২.০৩.২০২১
১৪.	জনাব মোঃ নূরের নবী নিরাপত্তা প্রহরী	আরপিটিআই নোয়াখালী	০২.০৩.২০২১
১৫.	জনাব মো: আব্দুর রব নিরাপত্তা প্রহরী	আরপিটিআই নোয়াখালী	০২.০৩.২০২১
১৬.	জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন ক্যাশিয়ার	আরটিসি মেনানন্দহ, জামালপুর	০৪.০৪.২০২১
১৭.	জনাব নাহিদা বেগম আয়া	আরটিসি শাহরাস্তি, চাঁদপুর	০৪.০৫.২০২১
১৮.	জনাব সন্ধ্যা রানী কর্মকার সহকারী প্রশিক্ষক	আরটিসি ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	০৪.০৫.২০২১
১৯.	জনাব অহিদা খাতুন আয়া	আরটিসি ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	০৪.০৫.২০২১
২০.	জনাব মো: ফজলুল হক অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আরটিসি ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	০৪.০৫.২০২১
২১.	জনাব মো: হেলাল উদ্দিন নিরাপত্তা প্রহরী	আরটিসি ঈশ্বরগঞ্জ	০৪.০৫.২০২১
২২.	জনাব মো: মসিউজ্জামান নিরাপত্তা প্রহরী	আরটিসি চারঘাট,রাজশাহী	১২.০৬.২০২১
২৩.	জনাব মো: মফিজুল ইসলাম নিরাপত্তা প্রহরী	আরটিসি, শাহরাস্তি চাঁদপুর	১৫.০৬.২০২১
২৪.	জনাব মো: মকবুল হোসেন গাড়ি চালক	আরটিসি, ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ	১৭.০৬.২০২১

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের আলোচনা সভায় নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহজাহান।

এক নজরে নিপোর্টের প্রশিক্ষণ বিভাগ

কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন। প্রশিক্ষণ হচ্ছে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন কর্মসূচির সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কার্যক্রমে নিয়োজিত বিশাল কর্মীবাহিনীর মানসম্মত ও গুণগত সেবার মাধ্যমে কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। দেশের মাতৃমৃত্যুর হার ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিশাল কর্মীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা অপরিহার্য। নিপোর্ট এর প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী ও মাঠকর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যথাযথভাবে এ গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে।

নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, বিভাগ/জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ১১টি আরপিটিআই, ০১টি এফডব্লিউভিটিআই ও উপজেলা পর্যায়ের ২০টি আরটিসি-র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-সহ নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ১৯ জন দক্ষ অনুষদ আছেন। প্রতিটি আরপিটিআই-এ একজন অধ্যক্ষ-সহ আছেন ১০ জন এবং প্রতিটি আরটিসি-তে একজন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা-সহ আছেন ০৪ জন অভিজ্ঞ অনুষদ।

১। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক) প্রধান কার্যালয়

মার্চ-জুন, ২০২১ এ চার মাসে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (BCC) ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) বিষয়ে ১২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় এবং মোট ২৩৫ (লক্ষ্যমাত্রার ১০০%) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ) আরপিটিআই

মার্চ-জুন, ২০২১ এ চার মাসে আরপিটিআই-এ Prevention, Control and Primary Care of COVID-19 Pandemic, সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মোট ১৫৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৩৩৯০ (লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৪৭%) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ) আরটিসি

মার্চ-জুন, ২০২১ এ চার মাসে আরটিসি-তে দলগত প্রশিক্ষণ ও আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (বিসিসি) বিষয়ে ১৩৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় এবং মোট ২৬৯৯ (লক্ষ্যমাত্রার ৯৯%) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২। বিশেষ অর্জন

ক) Prevention, Control and Primary Care of COVID-19 Pandemic বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্ণিত সময়ে মোট ১৪২৮ জনকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) ২৩ মে-৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১১টি আরপিটিআই, ০১টি এফডব্লিউভিটিআই ও ২০টি আরটিসি-তে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে (জুম অ্যাপ্স) এর মাধ্যমে মোট ২৩৪ ব্যাচ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে।

গ) জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়-সহ আরপিটিআই ও আরটিসি-সমূহের প্রতিটি প্রশিক্ষণ সেশনে বঙ্গবন্ধুর জীবনার্দশের উপর সেশন পরিচালিত হচ্ছে।

ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কারিকুলামের উপর ১৫ (পনের) জন অনুষদকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) প্রদান করা হয়েছে।

৩। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়, ১১টি আরপিটিআই, ০১টি এফডব্লিউভিটিআই ও ২০টি আরটিসি-তে ১৩৬ ব্যাচ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২৭২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ০৫ কর্মদিবসের ০১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে; এবং

গ) Hospital Management for Tertiary, Secondary and Primary level Service Provider-দের প্রশিক্ষণের জন্য ০৫ কর্মদিবসের ০১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে।

নির্মাণাধীন ১০তলা বিশিষ্ট নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৬২৪৯৫/৫৮৬১১২০৬, ফ্যাক্স: ৫৮৬১৩৩৬২
ওয়েবসাইটঃ www.niport.gov.bd